মুদ্রণার্থক অঙ্গুরীয়

(Signet Ring)

হগয় ২ অধ্যায় ২০-২৩ পদ

আজ আমরা হগয় ভাববাদী পুস্তকের শেষ অংশ (২:২০-২৩) পাঠ করেছি। লক্ষ্য করার বিষয় হল, এই অংশের বিষয়বস্তু একজন ব্যক্তি-কেন্দ্রীক। সেই ব্যক্তির নাম সরুব্বাবিল। আজ আমরা এই সরুব্বাবিলের বংশ পরিচয় দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করব।

সরুব্বাবিল হলেন দাউদের বংশধর যিহূদা-রাজ যিহোয়াখীনের (বা যিকনিয়) নাতি (১বংশা ৩:১৫-১৯)। বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের দ্বারা পিতা যিহোয়াকীমের মৃত্যুর পর (২রাজা ২৪:১-৬), যিহোয়াখীন ১৮ বৎসর বয়সে সিংহাসনে বসেন ও জেরুশালেমে মাত্র ৩ মাস রাজত্ব করেন (২রাজা ২৪:৮)। ঐ সময় বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসর পুনরায় জেরুশালেম অবরোধ করেন, জেরুশালেম মন্দির লুঠ করেন, যিহায়াখীনকে বন্দি করেন, এবং তার সঙ্গে অন্য সমস্ত প্রধান লোক ও বলবান বীরকে বন্দি করে বাবিলে নিয়ে যান (২রাজা ২৪:১০-১৬)। একটু পিছনে ফিরে গিয়ে, যিরমিয় ভাববাদী পুস্তক থেকে আমরা যিহোয়াকীমের মৃত্যুর কারণ দেখতে পাই। ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করার পরিবর্তে যিহোয়াকীম তার প্রতি অবিশ্বাসীর আচরণ করেছিল। আগামী দিনে প্রভু কী করতে চলেছেন, তা তিনি যিরমিয় ভাববাদীকে জানান। পরে যিরমিয়কে ঈশ্বর যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, তা বারূক একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন (যিরমিয় ৩৬:১-৪)। পরে যখন সেই পুস্তক রাজা যিহোয়াকীম ও তাঁর অধ্যক্ষদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন রাজা ছুরি দিয়ে সেই পুস্তকের সমস্ত পাতা কেটে অগুনে ভস্মীভূত করেন (যিরমিয় ৩৬:২৩)। তখন প্রভু তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করে বলেন, *"আমি তাঁকে, তাঁর বংশকে ও তাঁর দাসদের তাদের অপরাধের ফল দেব; আর তাদের বিরুদ্ধে এবং জেরুশালেম নিবাসীদের বিরুদ্ধে ও যিহূদার লোকদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অমঙ্গলের কথা বললেও তাঁরা কর্ণপাত করেনি, আমি তাদের উপরে সেই সমস্ত অমঙ্গল ঘটাব"* (যিরমিয় ৩৬:৩১)। আবার ঐ যিরমিয় পুস্তকেই যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীন বা যিকনিয় বা কনিয় সম্বন্ধে এমন কথা বলা হয়েছে, *"সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, যিহায়াকীমের পুত্র যহূদা-রাজ কনিয় আমার দক্ষিণ হস্তস্থিত মাদ্রণার্থক অঙ্গুরীয়স্বরূপ (signet ring) হইলেও আমি তোমাকে সেখান থেকে ফেলে দেব। আর যারা তোমার প্রাণের অন্বেষণ করে, তাদের হাতে, ও যাদের হতে তুমি উদ্বিগ্ন হচ্ছ, তাদের হাতে, অর্থাৎ বাবিল-রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের হাতে ও কলদীয়দের হাতে তোমাকে সমর্পণ করব। আর তোমাকে ও তোমার প্রসবিনী মাতাকে তুলে অন্য দেশে নিক্ষেপ করব, যে দেশে তোমার জন্ম হয়নি; সেই স্থানে তোমরা মরবে। কিন্তু যে দেশে ফিরে আসতে তাদের প্রাণ আকাঙ্ক্ষা করে, সেখানে তারা ফিরে আসতে পারবে না"* (যিরমিয় ২২:২৪-২৭)। আবার ৩০ পদে যিকনিয় সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে, *"সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই ব্যক্তির বিষয় লেখ, এ নিঃসন্তান, এ পুরুষ জীবনকালে কৃতকার্য হবে না, দাউদের সিংহাসনে উপবেশন ও যিহূদার উপরে কর্তৃত্ব করবে না"* (যিরমিয় ২২:৩০)। কিন্তু সরুব্বাবিল ছিল এই যিকনিয়েরই বংশধর, কিন্তু কীভাবে? ১বংশা ৩:১৭-১৯ পদকে ভিত্তি করে ধরা হয়ে থাকে, বন্দি যিকনিয়ের পুত্র শল্টীয়েল নিঃসন্তান ছিল, তাই সরুব্বাবিলকে শল্টীয়েল দত্তক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ১বংশা ৩:১৯ পদে পদায়কে সরুব্বাবিলের পিতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (মথি ১:১১-১৩, বংশাবলিতে পুত্র বলতে নাতি বা তার নাতির ছেলেও হতে পারে)। বাবিলের বন্দিদশায় তাঁর জন্ম হয়েছিল, এবং তাঁর নামের অর্থ হল "বাবিলের পুত্র," যেহেতু বাবিলে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে ঈশ্বর দাউদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, দাউদের কুল ও রাজত্ব চিরকাল স্থির থাকবে (২রাজা ৭:১২-১৬)। যখন দাউদের বংশধর যিহূদা-রাজ যিহোয়াখীন (যিকনিয়) ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন ও ৫৯৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দের প্রথম নির্বাসনে বাবিলে বন্দি হয়ে যান (যিরমিয় ২২:২৪-৩০; ২রাজা ২৪:১০-১৭), তখন মনে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হয়েছিল দাউদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ থেকে গেল। তাই, যিশাইয় ভাববাদীর মুখে আমরা এমন কথা শুনতে পাই যে, দাউদের পরিবারের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা সমগ্র ইস্রায়েলের প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছে (***আমি তোমাদের সঙ্গে এক নিত্যস্থায়ী নিয়ম করব, দাউদের প্রতি কৃত অটল দয়া স্থির করব,*** যিশাইয় ৫৫:৩)। কিন্তু আমরা জানি, বাবিলের বন্দিদশা থেকে যিকনিয়কে মুক্ত করা হয় (২রাজা ২৫:২৭-৩০), এবং তাঁর নাতি সরুব্বাবিল ৫৩৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পারস্য-রাজ কোরসের অধ্যাদেশ অনুসারে বাবিল থেকে জেরুশালেমে প্রত্যাবর্তন করে (ইষ্রা ১:২-৪; ৬:২-৫)। আর তাই, সরুব্বাবিলকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা হল, ঈশ্বর কি দাউদের প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন? সরুব্বাবিল কি দাউদের সিংহাসন পুনরায় অধিকার করবে, এবং যিহূদা কি বিদেশী পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় স্বাধীন দেশ হবে?

অনেকে এমন কথা বলে থাকেন যে, হগয় ভাববাদী যদিও এই ধরণের স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞার কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এরপর আমরা সরুব্বাবিলের বিষয় আর কোনও কথাই পাই না। এর পেছনে যে কারণকে তারা নির্দেশ করে থাকেন, তা হল, পারস্য-রাজ তাড়াতাড়ি সরুব্বাবিলকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ এই ধরণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নির্মূল করেছিল। কিন্তু এই চিন্তার পক্ষে কোনও সাক্ষ্য আমাদের কাছে নেই।

হগয় ২:২০-২৩ পদে হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা এই ধরণের ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক ধারণা বা অনুমানের সীমাকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতকে নির্দেশ করে। এখানে ঈশ্বর কেবল পারস্য-রাজের সিংহাসন উল্টানোর কথা বলেননি, জাতিগণের সমস্ত রাজ্যের পরাক্রম ধ্বংস করার কথা বলেছেন (২২ পদ)– সমস্ত অস্ত্রের বিনাশের কথা বলেছেন ও বিশ্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সহজ কথায়, হগয় এখানে কেবল আক্ষরিক অর্থে দাউদের রাজত্বের পুনরুদ্ধারের কথা নয়, পরিবর্তে ***"সেই দিনে"*** ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের কথা বলেছেন, যে বিষয় ২:৬-৯ পদে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাই , এই প্রতিজ্ঞা ব্যক্তি হিসাবে সরুব্বাবিলের প্রতি নয়, কিন্তু "যিশয়ের গুড়ি থেকে নির্গত পল্লব/শাখা" (যিশাইয় ১১:১) হিসাবে আগত মশীহের প্রতিনিধি হিসাবে প্রক্ষিপ্ত *(projected)* সরুব্বাবিলের প্রতি উচ্চারিত হয়েছে।

ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন। ঈশ্বর সর্বদা তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে থাকেন। যিরমিয় ২২:২৪ পদে, যে যিহোয়াখীনকে তিনি তাঁর দক্ষিণহস্তের মুদ্রণার্থক অঙ্গুরিয় বলেছিলেন, কিন্তু সেই অঙ্গুরিয়কে হাত থেকে খুলে ফেলে বাবিলের নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন; এখন তার বিপরীতে, পুনরায় তিনি সেই অঙ্গুরিয় সরুব্বাবিলের হাতে পরাতে চলেছেন। দাউদের বংশের প্রতি ঈশ্বরের বিচার শেষ হয়েছে, যেহেতু দাউদের প্রজাদের উপর বিচার ঈশ্বরের করুণায় আশীর্বাদে রুপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীতে যখন ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন ঘটবে, তখন দাউদের বংশধর বা "অভিষিক্ত ব্যক্তি" *(messiah in Hebrew, christos in Greek, and Messiah in English)* ঈশ্বরের মনোনীত দাস এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর রাজপ্রতিভূ হবেন।

ঈশ্বর সর্বদা তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে থাকেন। তাই, যীশু খ্রীস্টের ব্যক্তিত্বে আমাদের মধ্যে যখন ঈশ্বরের রাজের আগমন ঘটেছে (মার্ক ১:১, ১৪-১৫), তখন তিনি দাউদের বংশধর হয়ে, সরুব্বাবিলের উত্তরসূরী হয়ে (মথি ১:১২; লূক ৩:২৭) এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। আর তার দ্বারা তিনি হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে এখানে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার পূর্ণতা শুরু করেছেন। যীশু খ্রীস্ট আমাদের মধ্যে যে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন ঘটিয়েছেন, তার কোনও শেষ নেই (লূক ১:৩২-৩৩), এবং তা জগতের সমস্ত আধিপত্য এবং কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ করবে (১করিন্থীয় ১৫:২৪-২৬), এবং তা কখনও কম্পান্বিত হবে না, লোপ পাবে না (ইব্রীয় ১২:২৮)। অর্থাৎ, হগয় ভাবাবদীর মাধ্যমে এখানে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টে পূর্ণতা লাভ শুরু করেছে। খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা তাঁর সেই রাজ্য পূর্ণাঙ্গভাবে নিষ্পন্ন করবেন। আমাদের দায়িত্ব তাঁর সেই দ্বিতীয় আগমনের দিন পর্যন্ত বিশ্বস্তভাবে তাঁর মন্দির, তথা বিশ্বাসীদের সমষ্টি, তথা মণ্ডলীকে গেঁথে তোলা।

হগয় ২:২০ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে (নবম) মাসের ২৪তম দিনে সদাপ্রভুর বাক্য দ্বিতীয় বার হগয়ের কাছে উপস্থিত হল।"*** অর্থাৎ যে দিনে হগয়

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যিহূদাবাসীর কাছে তাঁর তৃতীয় বক্তৃতা (২:১০-১৯) উপস্থিত করেছিল, যে দিনকে ২:১৮ পদে ***সদাপ্রভুর মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিন*** বলা হয়েছে, সেই দিনে দ্বিতীয় বারের জন্য সদাপ্রভুর বাক্য হগয় ভাববাদীর কাছে উপস্থিত হয়। একই দিনে দুটি ভাববাণী উচ্চারিত হওয়ায়, একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ককে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এদের মধ্যে দুটি মিল আমাদের চোখে পড়ে। উভয় ভাববাণীই একই উৎসবের দিনে (মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিনে) উচ্চারিত হয়েছিল এবং উভয়েই এই দিনে ঈশ্বরের আশীর্বাদের কথা বলে। অবশ্য ২:১০-১৯ পদ যখন আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, ২:২০-২৩ পদ কিন্তু আগামী দিনের চূড়ান্ত পরিত্রাণ ও আশীর্বাদের দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

২১ পদে বলা হয়েছে যে, সরুব্বাবিল হল ঈশ্বরের এই মহান বাক্যের গ্রহক। সরুব্বাবিলকে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের ইতিহাসে যে সমস্ত মহান কাজ সম্পন্ন করেছেন, তা পরিশেষের দৃষ্টিকোন থেকে সরুব্বাবিলের পক্ষে পুনরায় সাধন করতে চলেছেন: (১) ***আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে কম্পান্বিত করবেন;*** (২) ***রাজগণের সিংহাসন উল্টে ফেলবেন,*** (৩) ***জাতিগণের সকল রাজ্যের পরাক্রম নষ্ট করবেন,*** (৪) ***রথ ও রথারোহীদের উল্টে ফেলবেন, এবং*** (৫) ***অশ্ব ও অশ্বারোহীরা নিজের নিজের ভ্রাতার খড়্গে পতিত হবে''*** (২১-২২ পদ)। ২:৬ পদেও আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে কম্পান্বিত করার কথা বলা হয়েছিল। একই কথা এখানে বলার দ্বারা ''প্রভুর দিনে'' মহাজাগতিক ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়েছে এবং এর দ্বারা সেই দিনের আগমনের নিশ্চয়তা *(sureness)* ও গুরুত্বকে *(seriousness)* প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে, ঈশ্বর সরুব্বাবিলের পক্ষে যে ২য় ও ৩য় কাজ করার কথা বলেছেন, তারা মূলত একই কথা বলে। ৩য় কথার দ্বারা ২য় কথাকেই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, (২) রাজাদের সিংহাসন উল্টে ফেলব এবং (৩) বিভিন্ন জাতির সমস্ত রাজ্যের পরাক্রম নষ্ট করব, একই অর্থ প্রকাশ করে। এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের প্রতিনিধি সরুব্বাবিলের বিশ্বজনীন চরম রাজত্ব স্থাপন করতে ঈশ্বর পার্থিব সমস্ত রাজ্যের পরাক্রম নির্মূল করবেন। তিনি যেমন সদোম ও ঘমোরাকে ধ্বংস করেছিলেন (আদি ১৯ অধ্যায়, বিশেষত ২১ ও ২৫ পদ), তিনি তা পুনরায় করতে চলেছেন। আবার এখানে রাজ্যের যে পরাক্রমের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, এবং সৈন্যদলের ক্ষমতাকে নির্দেশ করা হয়েছে। যিহোশাফট তাঁর প্রার্থনায় ঈশ্বরকে ''জাতিগণের সমস্ত রাজ্যের কর্তা ও শক্তি ও পরাক্রমের অধিকারী'' বলে স্বীকার করেছেন, এবং বলেছেন যে তিনি ইস্রায়েলের সামনে থেকে এই দেশের সমস্ত নিবাসীদের অধিকারচ্যুত করেছেন (২বংশা ২০:৬-১২)। ঠিক একইভাবে, ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের জন্য সমস্ত রাজ্যের পরাক্রম ধ্বংস করতে চলেছেন।

এখন সেই সমস্ত জাতির রাজ্যের পারক্রম নির্ভর করে তাদের রথ ও রথারোহীদের উপর এবং অশ্ব ও অশ্বারোহীদের উপর। আর তাই তাদের ধ্বংস করতে একদিকে, স্বয়ং ঈশ্বর তাদের রথ ও রথারোহীদের উল্টে ফেলবেন; এবং অন্যদিকে, অশ্ব ও অশ্বারোহীরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে হত ও পতিত হবে। এর পক্ষে অতীতে ঈশ্বরের কাজকে আমরা স্মরণ করতে পারি: (১) ফরৌণের সৈন্যদের রথারোহী ও অশ্বারোহীদের তিনি ধ্বংস করেছেন (যাত্রা ১৪:২৫; ১৫:৪, ২১); (২) সীষরাকে ও তাঁর সমস্ত রথ ও সৈন্যকে খড়্গধারে ছিন্ন ভিন্ন করেছিলেন (বিচার ৪:১৫); (৩) মিদিয়নের বিরুদ্ধে গিদিয়োন যখন ৩০০ জনকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছিল, তখন মিদিয়নীয়দের প্রত্যেক জনের খড়্গ তার বন্ধুর বিরুদ্ধে চালিয়েছিল (বিচার ৭:২২)। এখানে সরুব্বাবিলের পক্ষে ঈশ্বর যে পাঁচটি কাজ করবার কথা বলেছেন, তাদের প্রত্যেকটিই ঈশ্বরই ঘটাতে চলেছেন। ঈশ্বরই তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করতে চলেছেন।

২৩ পদে বলা হয়েছে, ***"বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, সেই দিন, হে শল্টীয়েলের পুত্র, আমার দাস, সরুব্বাবিল, আমি তোমাকে গ্রহণ করব, ইহা সদাপ্রভু বলেন; আমি তোমাকে মুদ্রণার্থক অঙ্গুরীয়স্বরূপ রাখিব; কেননা আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।''*** এখানে ''সেই দিন'' বলতে সেই দিনকে নির্দেশ করা হয়েছে, যে দিনে তিনি তাঁর প্রতিনিধির পক্ষে চরম হস্তক্ষেপ করতে চলেছেন (২১-২২ পদ), এবং এই কথার মধ্যে পরিশেষের *(eschatological)* প্রেক্ষাপট অন্তর্ভুক্ত। জগতের সমস্ত রাজ্যকে ঈশ্বর যখন উল্টে ফেলেবেন, তখন তিনি সরুব্বাবিলকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

গ্রহণ করবেন। এখানে ''গ্রহণ করার'' অর্থ দত্তক হিসাবে গ্রহণ করা, তাঁর প্রজাদের মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করা। অর্থাৎ, ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের জন্য এবং একটি বিশেষ কাজের জন্য সরুব্বাবিলকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর তাঁকে ***''গ্রহণ''*** করেছেন, ঈশ্বর তাঁকে ***''আমার দাস''*** বলেছেন, ঈশ্বর তাঁকে ***''মুদ্রণার্থক অঙ্গুরীয়স্বরূপ''*** রাখবার কথা বলেছেন, কারণ তিনি তাঁকে মনোনীত করেছেন।

ঈশ্বর সরুব্বাবিলকে ***''আমার দাস''*** বলেছেন। যখন এই কথার দ্বারা একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে, তখন এই কথা মূলত দাউদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে (১রাজা ১১:৩৪; গীত ৭৮:৭০-৭১; যিহিষ্কেল ৩৪:২৩; ৩৭:২৪) এবং যিশাইয় ৪০-৫৫ অধ্যায়ে এই নামের দ্বারা ***''সদাপ্রভুর দাসকে''*** *(servant of the Lord)* নির্দেশ করা হয়েছে। এই দাস রাজার খুব প্রিয়, তিনি রাজার খুব কাছে থাকেন, যিনি রাজার মন ও ইচ্ছা জানেন, এবং যিনি রাজার গোপন কাজ সকল সম্পন্ন করে থাকেন। এর অর্থ, সরুব্বাবিল কেবল যিহূদার প্রশাসনিক অধ্যক্ষ থাকবেন না, তিনি দাউদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন, যেহেতু তিনি বিশ্বজনীন চরম রাজত্বের অধিকারী হবেন। এই কারণেই ঈশ্বর জগতের সমস্ত রাজ্য ও পরাক্রমকে ধ্বংস করেছেন; তাদের পরিবর্তে সরুব্বাবিলই মশীহ রাজা হবেন।

ঈশ্বর সরুব্বাবিলকে তাঁর ***''মুদ্রণার্থক অঙ্গুরীয়স্বরূপ''*** করবেন। এই অঙ্গুরীয় ছিল খুব মূল্যবান, তাই তা গলায় হারের সঙ্গে কিংবা ডান হাতের আঙুলে পরা হত। এই ধরণের মুদ্রাঙ্ক বা অঙ্গুরীয় ছিল ক্ষমতার প্রতীক। রাজার সমস্ত প্রশাসনিক নথি রাজার সীলমোহর বা মুদ্রাঙ্গ দিয়ে অধিকার বা ক্ষমতা প্রদান করা হত (ইষ্টের ৮:১০; ১রাজা ২১:৮)। যিহোয়াখীনকে এই অঙ্গুরীয় দেওয়া হলেও, তাঁকে প্রত্যাখ্যাত করা হয়েছিল (যিরমিয় ২২:২৪)। কিন্তু এখানে সরুব্বাবিলকে ঈশ্বরের মুদ্রণার্থক অঙ্গুরীয় করা হয়েছে, যার দ্বারা ঈশ্বর দাউদ ও তাঁর সিংহাসনের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার নবীকরণ করেছেন। আর এইভাবে যিহূদার প্রশাসনিক অধ্যক্ষ সরুব্বাবিল ঈশ্বর-পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ পূর্ণ করতে চলেছেন। এর দ্বারাই ২রাজা ৭ অধ্যায়ে ''দাউদের বংশের'' বিষয় যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তা পূর্ণ করা হয়েছে। আর তাই, ঈশ্বর সরুব্বাবিলকে মনোনীত করেছেন, সে হল আগত মশীহের প্রতিনিধি। ''ঈশ্বরের পুত্রই'' সমস্ত পৃথিবী ও জাতির উপর রাজত্ব করতে চলেছেন (গীত ২, ১১০; মথি ২৮:১৮; ফিলিপীয় ২:৯-১১)। যীশু খ্রীস্টের প্রথম আগমনেই যে এই ভাববাণীর পূর্ণতা শুরু হয়েছে, সে বিষয়ে পৌল রোমীয় ১:১-৪ পদে লিখেছে। তৎকালীন ইহূদীরা সদাপ্রভুর গৃহ নির্মাণের যে দায়িত্ব লাভ করেছিল, তা পূর্ণ করতে ঈশ্বর এই ভাববাণীর দ্বারা তাদের সেই উৎসাহ দান করলেন যে, তিনি যে কাজ শুরু করেছেন, তা তিনি নিজে পূর্ণ করবেন ও দাউদের সিংহাসনকে পুনরায় স্থাপিত করবেন। তাই এখানে ***''ঈশ্বরের মুদ্রণার্থক অঙ্গুরীয়ের''*** দ্বারা একাধারে **সরুব্বাবিল**, **যীশু খ্রীস্ট** ও **মণ্ডলীকে** নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রয়োগ

১। ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস ও তা পালন করি। তার জন্য ঈশ্বরের বাক্য পাঠ, শ্রবন, অধ্যয়ন, মুখস্থ ও পালন করতে হবে। যিহোয়াকীমের মতো নয়। (সখরিয় ৪:৬)।

২। ঈশ্বরের মনোনীত সময়ের জন্য অপেক্ষা। সরুব্বাবিলের প্রতি ঈশ্বর এখানে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা তিনি ৫০০ বৎসর পর যীশুতে পূর্ণ করেছেন। (যিশাইয় ১৪:২৪)।

৩। বাইবেল পাঠের সময় যীশুকে খুঁজতে হবে, যেহেতু তিনি এর প্রতিটি পাতায় আছেন। (লূক ২৪:২৭)।

৪। আমাদের পূর্বপুরুষরা কী করেছে, তা দেখে বসে থাকলে চলবে না। যীশু আমাদের জন্য যা করেছেন, তাতে বিশ্বাস করে (যোহন ৮:৩৬) তাঁর অনুগ্রহে এগিয়ে চলতে হবে।

৫। বিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকে তাঁর আত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত (ইফিষীয় ১:১৩), তিনি আমাদের ব্যবহার করতে চান, আমরা তাঁর মনোনীত, তাঁর পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com